ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৯৪৯(আগরতলা ২৫।০৫)
আগরতলা, ২৫ মে, ২০২৩

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু
থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত ৮ বছরের ছেলের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে মানুষ ছুটে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে তাদের অভাব, অভিযোগ ও বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসা জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের সমস্যার নিরসনে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। আগরতলার শ্রীনগরের আম্বেদকর পল্লীর বাসিন্দা দিনমজুর প্রাণতোষ ঋষিদাস থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত ৮ বছরের ছেলে রাজদ্বীপকে নিয়ে তার চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটে আসেন। সবকিছু দেখে শুনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা ছেলে রাজদ্বীপের চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। আগরতলার বড়দোওয়ালি মধ্যপাড়ার বাসিন্দা লক্ষী বর্মণ দত্তও আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। লক্ষী বর্মণ দত্তের স্বামী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে তার ছেলের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বামীর চিকিৎসা খরচ চালাতে সমস্যা হচ্ছে। শ্রীমতি দত্ত তার সমস্যার কথা বলার পর মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ আগরতলার পশ্চিম প্রতাপগড়ের স্বপ্না গোপ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২০২১ সালে তার স্বামী প্রয়াত হন। তিনি হোমগার্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে স্বামীহারা স্বপ্না গোপ ঘোষ তার অসহায় অবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এক্ষত্রেও মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাৎ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও আগরতলার জয়নগরের বাসিন্দা কামনা দাস তার সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটে আসেন। কামনা দাস তার স্বামী এবং একমাত্র ছেলের শারীরিক অসুস্থতার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরলে মুখ্যমন্ত্রী তার সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। আজ জোলাইবাড়ির বাসিন্দা দিনমজুর কার্তিক দাস তার ১৩ বছরের ছেলে অঙ্কুর দাসের চিকিৎসার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপস্থিত হন। তার ছেলে বর্তমানে হৃদ রোগের সমস্যায় ভুগছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আজ সাক্ষাৎ করেন আগরতলার পূর্ব প্রতাপগড়ের বাসিন্দা মরণ দেবনাথ। তিনি তার ৩ বছরের ছেলে তুষার দেবনাথকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন। তার ছেলে তুষার গত ২ বছর হলো কিডনীজনিত সমস্যায় ভুগছেন। অঙ্কুর ও তুষারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে কাঞ্চনপুরের অরুন কুমার রিয়াং তার ক্যান্সার আক্রান্ত মা জানকি রিয়াং-এর চিকিৎসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী তার সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তাছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ তাদের বিভিন্ন অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। জনগণ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের সমস্যা জানাতে পেরে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক সমাধান পেয়ে আপ্লুত। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিষ বসু, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী, ডিরেক্টোরেট অব হেলথ সার্ভিসের ওএসডি ডা. দিব্যেন্দু বিকাশ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

****